যুগান্তর

JUN. 20 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

স্কুল পরিদর্শনে জাপান গেলেন চার শিক্ষক

গিয়াস উদ্দিন রিমন

ছোটবেলায় পাঠ্যবইয়ে 'চীন-জাপানের শিশু' রচনায় পড়েছিলাম জাপানি শিশুদের স্কুলে শিক্ষকদের দিকে উল্টো হয়ে বসতে হয়। 'সেটা ছিল সম্ভবত জাপানি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ।' বিশ্ব বদলের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের তারুণ্য যেমন বদলাচ্ছে তেমনই বদলে গেছে তাদের লাইফ স্টাইল, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্কুল-সংস্কৃতি। ঢাকার নামকরা স্কুলের চারজন শিক্ষক এখন জাপানে। তারা জাপানের জুনিয়র ও সিনিয়র হাইস্কুল পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পাবেন আধুনিক ক্লাসরুম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে যেভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ব সভ্যতার বুকে মাথা উঁচু করে দিয়েছে জাপানের শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে জাপান, তেমনই ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে চলেছে। জাপানি একটি প্রামাণ্যচিত্রে স্কুলছাত্র তাকানাওয়ের জীবন কাহিনী দেখে অন্তত তাই মনে হয়।

জাপান ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে জুনিয়র ও সিনিয়র হাইস্কুল এডুকেটরস স্টাডি ট্যুর প্রোগ্রাম ২০০২-এ অংশ নিতে গেছেন ঢাকার চার স্কুল শিক্ষক। তারা হলেন : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল (বিআইটি)-এর জুনিয়র ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সামিহা জামান, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের সিনিয়র শিক্ষক শবনম সিলভিয়া খান, রাইফেলস পাবলিক স্কুল ও কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল তমিজুদ্দীন আহমদ এবং বিআইটির সিনিয়র প্রধান শিক্ষক এটিএম আশরাফ হোসেন। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জানানোর জন্য বিশ্বের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও প্রশাসকদের জন্য জাপান ফাউন্ডেশন এই কর্মসূচি নিয়েছে। এর মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। এবার বিশ্বের ৮০টির বেশি দেশের প্রায় ২৬০ জন স্কুল শিক্ষক ১৫ দিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। ১৯ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত 'বি' গ্রুপের কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকার, ১৪জন শিক্ষকসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও আফ্রিকার ৫৭ জন শিক্ষক অংশ নিচ্ছেন। বাংলাদেশী শিক্ষকরা

ঢাকায় জাপানি রাষ্ট্রদূত জিরো কোবায়াশী ও তার স্ত্রী মাসাকো কোবায়াশীর সঙ্গে চার শিক্ষক

কর্মসূচিতে অংশ নিতে ১৮ জুন টোকিওর উদ্দেশে রওনা হন। এর আগে ১৬ জুন তাদের সম্মানে ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। জাপানি রাষ্ট্রদূত জিরো কোবায়াশি এবং ম্যাডাম মাসাকো কোবায়াশি অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে শিক্ষকগণসহ অতিথিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শিক্ষকদের সফরের কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। তারা প্রথম দিন জাপানে পৌঁছার পর দ্বিতীয় দিন তাদের জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো হবে। তৃতীয় দিন জাপানের শিক্ষা বা ইতিহাস সম্পর্কে জানানো ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী থিয়েটার 'কাবুকি' প্রদর্শনীতে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে। চতুর্থ দিন টোকিও জাদুঘর, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক এলাকা দেখানোর পর নিয়ে যাওয়া হবে পারমাণবিক বোমার দুঃসহ স্মৃতিবিজড়িত হিরোশিমায়। পঞ্চম দিনে তারা হিরোশিমায় 'পিচ মেমোরিয়াল পার্কে' যাবেন। ষষ্ঠ দিনে যাবেন প্রাচীন নগরী কিয়োটোতে। এরপরের কর্মসূচি জাপানে নির্ধারিত হবে। তবে তার মধ্যে থাকবে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্রিফিং, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, নগর ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক ও শিল্প এলাকা পরিদর্শন এবং 'হোমস্টে'। হোমস্টে হচ্ছে জাপান সফরে সবচেয়ে আনন্দদায়ক আয়োজন যেখানে সফরকারীদের একদিন থাকতে দেয়া হবে জাপানি একটি পরিবারের সঙ্গে এবং জাপানি রীতিতে তারা সেদিনটি কাটিয়ে দেবেন। মূলত জাপানিদের কাছ থেকে দেখে গভীরভাবে অনুধাবনের জন্যই সম্ভবত এই হোমস্টে কর্মসূচিতে রাখা হয়। সফরের শেষে শিক্ষকরা নিজেদের পছন্দমতো কিছু সময় ঘুরে বেড়াতে পারবেন। জাপান ফাউন্ডেশন তাদের সফরের যাবতীয় ব্যয় বহন করছে। জাপানি রাষ্ট্রদূত মি. জিরো কোবায়াশি আশা প্রকাশ করেছেন, বাংলাদেশী শিক্ষকদের এই সফর আনন্দদায়ক হবে, তারা জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তাদের এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও স্কুলে শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।